**বাংলাদেশ এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন - বার্ষিক নৈশভোজ ২০১১**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩ শ্রাবণ ১৪১৮, ২৮ জুলাই ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

বাংলাদেশ এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশ এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন এর বার্ষিক নৈশভোজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানাই।

বাংলাদেশ এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন প্রশাসন ক্যাডারে কর্মরত কর্মকর্তাদের একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন। উপজেলা থেকে শুরু করে সচিবালয়ের সর্বোচ্চ পদ পর্যন্ত এ ক্যাডারের সদস্যরা কর্মে নিয়োজিত আছেন। আপনাদের কর্ম তৎপরতার ওপর সরকারের সাফল্য-ব্যর্থতা অনেকটাই নির্ভর করে। তাই এ সার্ভিসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দেশের জনপ্রশাসনকে ঢেলে সাজানো শুরু করেন। বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করার স্বপ্ন নিয়ে তিনি সর্বক্ষেত্রে উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। জাতির পিতা তাঁর এ স্বপ্ন পূরণ করে যেতে পারেননি। '৭৫ এর খুনীরা সপরিবারে জাতির পিতাকে হত্যা করে শুধু একটি স্বপ্নেরই মৃত্য ঘটায়নি, তারা এই দেশ, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও আইনের শাসনকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করে।

এর পরের ইতিহাস সকলের জানা। চক্রান্তকারীরা সব সময় তৎপর থেকেছে যাতে আওয়ামী লীগ আর কখনও ক্ষমতায় আসতে না পারে। কিন্তু মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে জনগণ ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগকে দেশ সেবার সুযোগ দেন। আমরা দেশকে আবার উন্নয়নের ধারায় ফিরিয়ে আনি। শিল্প, বাণিজ্য, যোগাযোগ, গ্যাস-বিদ্যুৎ, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পল্লী উন্নয়ন সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করি।

বিগত নির্বাচনে জনগণ বিপুল ভোটে আমাদেরকে বিজয়ী করে। এর মাধ্যমে জনগণ আমাদের প্রতি যে আস্থা রেখেছেন আমরা তা পূরণ করতে চাই। সর্বক্ষেত্রে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করতে চাই। এ জন্য আমরা আমাদের ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে সকল শক্তি নিয়োজিত করেছি। আন্তরিক প্রচেষ্টা আর কঠোর পরিশ্রম দিয়ে দেশ গড়ার এ কাজে আপনাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। আপনারা জনপ্রশাসনের কর্মকর্তা। মনে রাখতে হবে সেবার মাধ্যমে জনগণের শান্তি ও মঙ্গল নিশ্চিত করাই আপনাদের প্রধান কাজ।

ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি সহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে আমরা ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেছি। জনগণ এর সুফল ভোগ করতে শুরু করেছে। আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য, বাংলাদেশকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা। আপনাদের সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ লক্ষ্য পূরণে আমরা সমর্থ হবো বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

সহকর্মীবৃন্দ,

কোনো কাজ একা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় না। তাই বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে আপনাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

শুধু শিক্ষার হার নয়, প্রতিটি স্তরেই শিক্ষার মান উন্নয়নে কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। তা বাস্তবায়ন করতে হবে। যাতে জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত হয়।

আপনারা জানেন, প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। পদোন্নতি একটি চলমান প্রক্রিয়া।

দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই আমরা নতুন পে-স্কেল প্রদান করেছি।

আমি চাই, জনকল্যাণে নিবেদিত একটি জনপ্রশাসন ব্যবস্থা। জনপ্রশাসনকে যুগোপযোগী ও কার্যকর করতে সিভিল সার্ভিস এ্যাক্ট প্রণয়নসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণকে অধিক সেবা প্রদানের জন্য আমরা প্রশাসনকে ঢেলে সাজাতে চাই।

আমাদের দেশকে, দেশের উন্নয়নকে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শকে সবার উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। দেশের কল্যাণে, জনগণের কল্যাণে নিজেদেরকে নিবেদিত করতে হবে।

আসুন আমরা সকলে মিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

......